যুগান্তর

তারিখ 14 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

এক শিক্ষাবর্ষে দুই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি!

আজকের শিক্ষার্থীরা আগামী দিনে দেশের বিভিন্ন সেক্টরের কর্ণধারে রূপান্তরিত হবে। আর এসব শিক্ষার্থী যদি ছাত্রজীবনেই বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি এবং জালিয়াতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে কর্মজীবনে তারা চরম দুর্নীতিবাজ এবং জাতির জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ছাত্রদের নকলপ্রবণতা নিঃসন্দেহে বড় অপরাধ, যার জন্য প্রচলিত বিভিন্ন ছোট-বড় শাস্তি বিদ্যমান। এমনকি সহায়তাদানকারী শিক্ষককেও চাকরিচ্যুতসহ বিভিন্ন শাস্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে একটি জালিয়াতি ও দুর্নীতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা নিবিড়ভাবে জড়িত হয়ে পড়ছে। তা হল, একই শিক্ষাবর্ষে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে দুটি আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন। কলেজ, ভার্সিটির ক্ষেত্রে কম দেখা গেলেও মাদ্রাসার প্রায় অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী একই সঙ্গে ফাজিল-কামিল এবং পাশাপাশি অনার্স-মাস্টার্স করছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি, জালিয়াতি এবং দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। অবাক করার বিষয় হল, সরকার সম্প্রতি ফাজিল ও কামিলকে যথাক্রমে বিএ ও মাস্টার্সের মান প্রদান করা সত্ত্বেও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের এ ধরনের জালিয়াতির প্রবণতা উদ্বেগজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি পত্রপত্রিকার সংবাদে জানা যায়, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ একটি বিদ্যাপীঠে তিনজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় নিয়োগ বাতিল হয়েছে। ভোলায় একজন অধ্যক্ষকে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে এ ধরনের অভিযোগ ছিল উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার ভূমিকা পালন করছে। ইতিমধ্যে দেশবাসী যার অসংখ্য প্রমাণ পেয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের এ ধরনের দুর্নীতির হাত থেকে রক্ষা করাও সরকার এবং সচেতন মহলের নৈতিক দায়িত্ব। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণাসহ কিছু শাস্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন।

এ জালিয়াতি পরীক্ষায় নকলের চেয়েও জঘন্যতম। দেশ ও জাতিকে দুর্নীতি ও জালিয়াতিমুক্ত করতে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

গোলাম হক
ডেমরা, ঢাকা